সম্পাদকের বিবৃতি

অরিন্দম গাঙ্গুলী

ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার্স আর্টিস্টস্ ফোরামের ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ বছরের বার্ষিক সাধারণ সভা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে কারণ এই প্রথম আর্টিস্টস্ ফোরামের কার্যকরী সমিতি তৈরি হবে নির্বাচনের মাধ্যমে। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক সদস্য তাঁর মতামত ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারবেন। আগামী দিনে আর্টিস্টস্ ফোরামের সংগঠনকে আরও দৃঢ় ও মজবুত করে তোলার জন্য এ এক সার্থক প্রয়াসের সূচনা হলো। একে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্যে ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিসিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কাছে তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

অন্যান্য বছরের মতো বিগত বছরেও আর্টিস্টস্ ফোরাম তার সদস্যদের জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে।

বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান

গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় গ্ল্যাম স্পোর্টস্। সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উপভোগ্য হয় সেই ক্রীড়া অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামটির ভাড়ায় কিছু ছাড় দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেন। শ্রী শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় ও আমাদের কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রী দীপাঞ্জন ভট্টাচার্যের (জ্যাক) উদ্যোগে এই প্রয়াস শুধু সাফল্য মণ্ডিত নয়, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর্টিস্টস্ ফোরামের কল্যাণ তহবিলে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ টাকা) দেওয়া হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আর্টিস্টস্ ফোরামের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত বছর রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। এই অনুষ্ঠানে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লিজিয়ন অফ অনার' সম্মান প্রাপ্তিতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাঁকে সম্বর্ধনা জানান শ্রী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ ও মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ইন্দ্রনীল সেন। এই উপলক্ষে VIEWCOM Technology Pvt.Ltd. কর্তৃক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা) দেওয়া হয় আর্টিস্টস্ ফোরামের কল্যাণ তহবিলে। এছাড়াও মাননীয় সভাপতির হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় বি. সরকার জহুরীর সৌজন্যে। পরে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রদ্ধেয় "শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ কোরে অনুষ্ঠিত হয় একটি মনোরম সঙ্গীতালেখ্য। আমাদের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই চালু হয় আর্টিস্টস্ ফোরামের বার্ষিক পেনশন প্রকল্প। চারজন শিল্পীর হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রথম মাসের অনুদান। আর্টিস্টস্ ফোরামের জন্মলগ্ন থেকে নিরলস কর্মী শ্রী অমিত সরকারকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির জন্য রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্যে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ইন্দ্রনীল সেনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

চক্ষু শিবির

গত বছর KJS Foundation-এর তত্বাবধানে বি বি আই ফাউন্ডেশনের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয় চক্ষু শিবির। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এই চক্ষু শিবির। কমবেশি ১২০ জন সদস্য এই শিবিরে তাঁদের চক্ষু পরীক্ষা করান। বিনামূল্যে ৬ জন সদস্যের ছানি অপারেশনও করা হয়।

আধার কার্ড শিবির

এন.টি.ওয়ান স্টুডিওর কর্ণধার শ্রীরামলাল নন্দীর সহযোগিতায় এন.টি.ওয়ান স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয় ৮ দিন ব্যাপী আধার কার্ড শিবির। কমবেশি ৩০০ জন সদস্য আধার কার্ড করান। এছাড়াও প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারেও এই শিবিরে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বাতায়ন

আর্টিস্টস্ ফোরামের গর্বের পত্রিকা 'বাতায়ন'। সদস্যদের মধ্যে আর্টিস্টস্ ফোরামের এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা ইতিমধ্যে মন জয় কোরে নিয়েছে। এজন্য 'বাতায়ন'-এর সম্পাদক ও আমাদের কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রী সপ্তর্ষি রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম উল্লেখের দাবি রাখে। তার সঙ্গে আমাদের সদস্য শ্রী শান্তনু মিত্র, শ্রী সুদীপ্ত বসু, শ্রী সৌজিৎ রায় এবং মুদ্রক শ্রী অভিজিৎ দাসের আন্তরিক সহযোগিতা ও ফোরামের সমস্ত কর্মীবৃন্দ, ফোরাম ফ্রেন্ডসের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সর্বোপরি শ্রী রমেন রায়চৌধুরীর সুচিন্তিত পরামর্শে 'বাতায়ন' আজ প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি সদস্যদের জন্য এই পত্রিকার গ্রাহক হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিলো কিন্তু কিছু সদস্যের আপত্তির কারণে এ বছর থেকে তা ঐচ্ছিক করা হয়েছে। ব্যাপারটি অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও বাস্তব।

সস্তাসুন্দর

সদস্যদের জন্যে আকর্ষণীয় ছাড়ে ওষুধ পাওয়ার এই প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়। বিগত বছরে এই প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১৩,৩৭,৫১২ টাকার ওষুধ নিয়েছেন আমাদের সদস্যেরা।

কল্যাণমূলক কাজকর্ম

আর্টিস্টস্ ফোরামের কল্যাণমূলক কাজকর্ম অব্যাহত থেকেছে বিগত বছরেও। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্পের মাধ্যমে কত সদস্য যে উপকৃত হচ্ছেন, তা বোলে বোঝানো যাবেনা। এজন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এ বছর থেকে দেড় লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবীমা বেড়ে গিয়ে আড়াই লক্ষ টাকা হতে চলেছে যা নিঃসন্দেহে অশেষ কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হবে।

এছাড়াও নারায়ণা হেল্থ, পূর্ণম মেডিকেয়ার-এর সঙ্গে আমাদের টাই-আপ-এর কারণে অনেক সদস্য উপকৃত হচ্ছেন। তাছাড়াও বিগত বছরে চিকিৎসা ও অন্যান্য খাতে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সদস্যদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। যাঁদের আমরা সাহায্য করতে পেরেছি তাঁদের মধ্যে আছেন—

সুচেতা চক্রবর্তী	২০,০০০
অজয় কুমার চক্রবর্তী	১৫,০০০
শম্ভু ভট্টাচার্য	২৫,০০০
অমরনাথ মুখার্জী	৩০,০০০
স্বপন কুমার দে	১০,০০০
শম্ভু মিদ্যা	৬,৮৯৫
রমেন রায়চৌধুরী	১০,০০০
কুলদীপ হালদার	১০,০০০
অমরনাথ সেনগুপ্ত	৩,০০০
দিব্যেন্দু বসু	৬,০০০
মীরা বিশ্বাস (সঙ্গীতশিল্পী)	৫,০৭০

এছাড়া আগেই উল্লেখ করেছি বিগত বছর থেকে চালু হয়েছে মাসিক ২০০০ টাকার অনুদানে পেনশন প্রকল্প। পেনশন প্রাপকরা হলেন—শ্রী চিন্ময় রায়, শ্রী নিমাই ঘোষ, শ্রীমতী ইরা চক্রবর্তী, শ্রী কল্যাণ চ্যাটার্জী। সর্বমোট প্রায় ১,৮০,৯৬৫ টাকা সাহায্য করা হয়েছে।

বকেয়া উদ্ধার

বকেয়া টাকা উদ্ধারের ক্ষেত্রে আর্টিস্টস্ ফোরাম তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিগত বছরে যুগ্ম সম্পাদক শ্রীমতী দেবযানী চ্যাটার্জী, শ্রী দেবদূত ঘোষ ও সহ সম্পাদক শ্রী অরিজিৎ চৌধুরীর উদ্যোগে যে বকেয়া টাকা উদ্ধার করা হয়েছে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো—

প্রযোজনা সংস্থা	**আদায়কৃত রাশি**
চ্যানেল এইট	২৫,৪২,৯২০.০০
বয়হুড	১,০৯,০৫০.০০
এস.আর.পি.	৫,২০,৬২৭.০০
দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া	২,৯১৬০০.০০
রাজ চক্রবর্তী	২৮,৯০০.০০
গ্রাসরুট	৪,০০০.০০
ছায়াবাণী বালাজী	৯,০০০.০০
সুরিন্দর ফিল্মস্	৬,৯০০.০০
ম্যাজিক মোমেন্টস	১১,৫০০.০০
শ্রীভেঙ্কটেশ ফিল্মস্	১,৫০০.০০
বন্দনা ফিল্মস্	২,৭০০.০০
আভ্মা এল.এল.পি.	১০,০০০.০০

	৩৫,৩৮,৬৯৭.০০ টাকা

এছাড়াও বেশ কিছু টাকা সরাসরি সদস্যদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

তবে যতটুকু করেছি তা আমার একার সাফল্য নয়। পুরো কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ সর্বদা আমার পাশে থেকেছে। সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। অনেকের কথা আগেই বলেছি, তবু এখানে আমাদের কোষাধ্যক্ষ শ্রী তাপস চক্রবর্তী ও সহ-সভাপতি শ্রী তমাল রায় চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। ওঁদের প্রাজ্ঞতা ও পরামর্শ আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

তবুও সমস্যা রয়ে গিয়েছে অনেক। অমানুষিক শ্যুটিং শিডিউল, চ্যানেলের প্রভুত্ব, পারিশ্রমিক পাওয়ার অনিশ্চয়তা—এসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। আশা করি নতুন কার্যকরী সমিতি এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবে। এ ব্যাপারে ফেডারেশনের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আগামী দিনে সদস্যদের উন্নয়নে আরও ইতিবাচক কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই আশা রাখি। একটা খুব সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্টিস্টস্ ফোরাম সর্বদা ব্রতী। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন একজোট হওয়া। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই আগামী দিনে নতুন প্রজন্মকে সামনে রেখে ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস্ ফোরাম নতুন দিশা, নতুন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে, এই আশা নিয়ে সম্পাদকের বিবৃতি শেষ করলাম।